দ্রোহিনী

আশরাফুল মাখলুকাত। এই সেই বুদ্ধিমান যে কিনা তাজমহল বানাতে পারে কিন্তু বন্ধ করতে পারে না নুরজাহান-ফিরোজার কান্না। এই সেই চালাক যে কিনা মঙ্গলগ্রহে যেতে পারে কিন্তু মোছাতে পারে না পুর্ণিমা শীলের অশ্রু। এই সেই চতুর যে কিনা চাঁদের পাথর কুড়িয়ে আনতে পারে কিন্তু জাহানারা ইমামকে জাহান্নামের ইমাম না বলে পারে না। এই সেই ধুর্ত যে কিনা আহমদীদের বিরুদ্ধে এক ডাকে পনেরো হাজার লড়াকুকে রুমালে লাঠিথে রাস্তায় নামিয়ে দিতে পারে কিন্তু বন্ধ করার চিন্তাও করতে পারে না ইসলামের নামে নারী-নিপীড়ন। আসলে পারে, কিন্তু চায় না। কেননা ওদের নামাজ-কালাম আর ইবাদতের লেলিহান দাবানলের জন্য অবশ্যই চাই সেই স্বর্গীয় সুগন্ধী জ্বালানী, নারী আর তার অধিকার।

"যাহাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান........পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমাকে পশ্চাতে টানিছে"। জীবনের বেশীর ভাগ বোঝা বয়েও মেয়েরা তার প্রতিদান দুরের কথা স্বীকৃতিটুকুও পায়নি, এ পাপের ভয়াবহ মূল্য দিয়েছে মুসলিম-সমাজ। তার পশ্চাদপদ নারী-সমাজ চিরকাল আত্মঘাতীভাবে বিশ্ব-মুসলিমকে পশ্চাতে টেনে রেখেছে। আমি আগেও বলেছি মূল ইসলামি ধর্মদর্শন নারী-বিরোধী নয়। কোন ধর্ম-দর্শনই মূলে তা নয়। মানুষের ইতিহাসে নারী-বিরোধী খলনায়ক মাত্র একজন,-পুরুষতন্ত্র। তার মোক্ষম অস্ত্র হল ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োগ, শারিয়া তার চির-বুভুক্ষু উদাহরণ যার মুখরোচক শিক-কাবাব হল মুসলিম নারী।

কিন্তু, - পথ হোক দুঃসহ দুর্গম ভয়াবহ, দু'এক পথিক পথ চলবেই। খোদ নবীজীর স্ত্রী উম্মে সালমা (সুত্র -ফাতিমা মার্নিসি), সম্ভ্রান্ত ধনী ঘরের ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা, - মদিনায় বৌ-পেটানোর আয়াত (নিসা আয়াত ৩৪) নাজিল হলে জোর গলায় প্রশ্ন তোলেন মক্কার সেই নারী-অধিকারের আয়াতগুলোর এখন কি হবে। তার কি জবাব নবীজী দিয়েছিলেন আমার এ মুহূর্তে মনে নেই কিন্তু প্রশ্ন তোলার "অপরাধে" নবীজী তাঁকে হেনস্থাও করেন নি, তালাকও দেন নি - মুরতাদ তো বলেনই নি। তার পরের চোদ্দশ' বছরের ইতিহাস মুসলিম নারীর নিরন্তর পরাজয়ের ইতিহাস, ইসলামের নামে শারিয়ার জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেবার ইতিহাস।

কিন্তু এটা কি চিরকাল চলতে পারে? গুজরাটে মেয়েদের হোস্টেলে মেয়েদের দ্বারা জুমা-পরিচালনার বিরোধিতা করেছে মোল্লারা, সেখানে বিদ্রোহিনীদের পরাজয় কি কোনই বিজয়ের ভিত্তি গড়ে তুলছে না? পরাজয় অবধারিত জেনেও আফগানিস্থানের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট-এর পদে দাঁড়িয়েছিলেন যে বিদ্রোহিনী, তাঁর মুল্যায়ন কিভাবে করবে বিশ্ব-মুসলিম? কুয়েত-কাতার-এ লড়ছেন যে বিদ্রোহিনীরা ভোটের দাবীতে- তাঁদের অবদানে কি গড়ে উঠছেনা দেয়াল-লিখন? ইরাণের, ইন্দোনেশিয়ার, মালয়েশিয়ার "সিস্টার্স ইন ইসলাম", পাকিস্তানের ডঃ আসমা জাহাঙ্গীর আর ডঃ ফারজানা বারী, ক্যানাডার আলিয়া হগবেন-ফারজানা হাসানের মতো মুসলিম বিদ্রোহিনীর দল সংগ্রাম করছেন সরাসরি শারিয়ার বিরুদ্ধে, কোন রকম রাখঢাক ছাড়াই। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশেও কাজ করছেন বেশ কিছু নারী, - এখন তার সাথে যোগ করতে হবে ইসলামি পটভুমি। এতদিন ভারতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোন্যাল ল' বোর্ডের ভাইদের ওপরে খুবই ভরসা করেছিল

বোনেরা। কিন্তু হা হতোস্মি! সে বোর্ড তাৎক্ষণিক তালাকের বিরোধিতা করেনি (ওটা ওখানে খুবই হয় - বি-বি-সি'র খবর -আর এ থেকেই উঠে আসে হিলা বিয়ের মতো কালনাগ) বলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনীরা আবেদন-নিবেদনের পথ ছেড়ে তড়িৎগতিতে বানিয়ে ফেলেছেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম উইমেন্স পার্সোন্যাল ল' বোর্ড। চিরকালের দাসীগুলোর যে এ হিম্মৎ হবে তা বোধ হয় পুরুষ-বোর্ড কল্পনা-ও করেনি, পিলে চমকে গেছে তার। তাকে ধিক্কার ও নারী বোর্ডকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছে অজস্র ব্যক্তি ও মানবাধিকার সংগঠন।

নিউ ইয়র্কে ডঃ আমিনা ওদুদ আর টরন্টোতে এক মহিলা বিদ্রোহ করেছেন পুরুষ-মহিলার যুক্ত-জামাতে ইমামতি করে। ঘটনাটা চটাস করে পড়েছে মোল্লাতন্ত্রের গালে। সাথে সাথে তার আর্তনাদ-গর্জন অন্যদিকে বহু মুসলিমের সমর্থনে কাটা তরমুজের মতো দু'ভাগ হয়ে গেছে বিশ্ব-মুসলিম। এই ঐতিহাসিক ঘটনার নেপথ্য নায়িকা ওয়াশিংটন জার্নালের প্রাক্তন সাংবাদিক আশরা নূরাণী, ''অ্যালোন ইন মেক্কা'' বইয়ে লেখিকা। তাঁর বাবার প্রতিষ্ঠিত মসজিদে মোল্লারা তাঁকে ঢুকতে দেয় নি বা এ ধরণের কিছু একটা ঘটনার ফলে তিনি হয়ে উঠেছেন বিদ্রোহিনী। দেশের ইসলামি সাপ্তাহিক ''বর্তমান সংলাপ'' বিদ্রোহিনীদের উৎসাহিত করে বাংলাদেশেও এটা চালু করতে বলেছেন। এতে উৎসাহিত হয়ে মহিলার ইমামতিতে পুরুষ-মহিলার যুক্ত-জামাত হয়েছে তুর্কি-মিসর সহ অন্যান্য জায়গায়। নিঃসন্দেহে এটা আরও ছড়াবে জামাতিরা যতই হাত কামড়াক। আসলে এটা ইসলামের বিরুদ্ধে যায়নি, গেছে মুসলিম সমাজের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। সে অধিকার বিদ্রোহিনীদের আছে, যদিও চোদ্দশ' বছরের পুরোন ঐতিহ্যের শক্তিও কম নয়। ইসলামের নামে সামগ্রিক নারী-নিপীড়নের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ খুব একটা জুৎসই না হলেও এর মাধ্যমে নারীরা একটা শক্তিশালী বার্তা মুসলিম পুরষদের কাছে পাঠিয়েছে - ''আমার হাতেই নিলাম তুলে আমার যত বোঝা, তুমি আমার জলস্থলের মাদুর থেকে নামো''।

সমস্যাটা হল, ইমাম হানিফা-তায়মিয়া কেউই ফুল-টাইম মোল্লা ছিলেন না, সবারই নিজস্ব আয় ছিল। কিন্তু আমাদের মোল্লারা প্রায়ই ব্যবসা-চাকরি উৎপাদন কিছুই করেনা। এদিকে সংসারে মা-বোনদের নিত্যদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়, তার ওপরে চাকরিজীবি হলে তো কথাই নেই, রান্নাঘরেও কোন সপ্তাহান্ত ছুটির দিন নেই। তাই ইসলামি কেতাব পড়ে এসে মোল্লাতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করা নারীদের পক্ষে প্রায়ই সম্ভব হয় না। তবে ব্যাপারটা থেমেও নেই। তত্বের দিক দিয়েও দ্রোহিনীর বিদ্রোহ ধুমায়িত হচ্ছে, ডঃ আসমা বালাস আঘাত করেছেন একেবারে শেকড়ে, - বই লিখেছেন ''বিলিভিং উইমেন ইন ইসলাম - আনরিডিং প্যাট্রিয়ারচাল ইন্টারপ্রিটেশন্‌স্ অফ দি কোরাণ''। এতে কোরাণের চোদ্দশ' বছরের পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যা বর্জন করার প্রয়োজনীয়তা ও ইসলামি পদ্ধতি বলেছেন তিনি। এ পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যাই ইসলাম ও মুসলিম নারীর প্রধান শত্রু, রাজনৈতিক ইসলাম (জামাত) এর প্রধান ধারক-বাহক। একে সমূলে উপড়ে ফেলার চেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বিষয় বিশ্ব-মুসলিমের আর নেই।

ইসলামের ভেতরে এ নিপীড়ন-নিরোধের যে হাতিয়ার আছে তাকে এখনো পুরোপুরি কাজে লাগান নি বিদ্রোহিনীরা। তবে লাগাবেন। এবং যেদিন লাগাবেন, সেদিন পালাতে পথ পাবে না জামাতিরা। বহু মওলানা, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ দেখিয়ে গেছেন কেন দাসপ্রথা, স্ত্রী-প্রহার, অনিয়ন্ত্রিত বহু-বিবাহ, তাৎক্ষণিক তালাক, নারীদের অর্ধেক উত্তরাধিকার

ও সাক্ষ্য আসলেই ইসলামের মর্মবাণীর বিরোধী, কোরাণ আজ নাজিল হলে ওগুলো স্বভাবতঃই থাকত না। যে সমাজে কোরাণ এসেছিল সে সমাজ কোরাণ তৈরী করেনি, ওটা আগে থেকেই ছিল। সে সমাজের ঐতিহ্যবাহী অনিয়ন্ত্রিত নারী-নিপীড়নে কোরাণ শুধুমাত্র সেটুকুই বাধা আরোপ করেছে যা তখনকার মানুষ নিতে পারত। কোরাণ-রসুলের সামাজিক বিধি-বিধান শুধুমাত্র ঐ সমাজের জন্যই, বিধানগুলো চিরকাল প্রয়োগ করাতে কখনো বলেনি তারা। সেজন্যই ওগুলো ইসলামি ধর্ম-বিশ্বাসের পাঁচ স্তম্ভের অঙ্গ করাও হয়নি। বাকী রয়েছে বুদ্ধি-বিবেকের নীতিতে নর-নারীর সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোরাণের পথনির্দেশ।

কিন্তু জামাতের অনৈসলামিক ক্লিন্নহস্ত এতই শক্তিশালী যে গত মে' মাসে লাহোরের হাইকোর্টের ক্ষমতা হয়নি ধর্ষককে শাস্তি দেবার জন্য ধর্ষণের শারিয়া-আইনে ডি-এন-এ পরীক্ষা যোগ করার কারণ হুদুদে মানুষের হাত চলবে না -http://jang.com.pk/thenews/may2005-daily/21-05-2005/main/main10.htm । বারো বছরের ছোট ভাই মাতব্বরের কন্যার সাথে মেলামেশা করেছে সেই "অপরাধে" সবার সামনে মুখতারান বাঈ-কে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গণধর্ষণ করা হয়েছে, তবু পাকিস্তানের শারিয়া-আদালত ধর্ষকদেরকে মুক্তি দিয়েছে কারণ ধর্ষণটা ঘরের ভেতর হয়েছে বলে তার "চাক্ষুষ সাক্ষী" নেই। (রয়টার ১০ই জুন ২০০৫)- http://today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=worldNews&storyID=2005-06-10T135713Z_01_N10647752_RTRIDST_0_INTERNATIONAL-PAKISTAN-RAPE-DC.XML জামাতের হাতে নারী-নির্যাতনের এ রকম সাম্প্রতিক অনেক উদাহরণ আমার সাইটে দেয়া আছে - JamatePislami.com. এই হল "আল্লার আইন" - এ অস্ত্রেই বিশ্ব-মুসলিমের অগ্রগতিকে জামাত মারাত্মক সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। এ নিষ্ঠুরতা আর কত সহ্য করবে মুসলিম নারী? কেন করবে? দুনিয়ায় অনেক বিবর্তনের এ এক নুতন ধারা, মুসলিম বিদ্রোহিনী। তাঁদের স্বাগতঃ জানাই। এটা তাঁদেরই লড়াই, শাড়ীটা কোমরে আচ্ছা করে পেঁচিয়ে হাতের ঝাঁটা দিয়ে জামাতের মুখের ভুগোল তাঁরাই বদলে দিতে পারবেন।

১১ই জুন ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)

দ্রোহিনী ২

"দ্রোহিনী" নিবন্ধে আমি কিছুটা দেখিয়েছি মুসলিম নারীরা বিশ্ব-জামাতির (শারিয়াপন্থী মুসলিম) বিরুদ্ধে দিকে দিকে কিভাবে বিদ্রোহ করতে শুরু করেছেন। এ কোন বিপ্লবী অভ্যুত্থান নয়, বরং এ হল বিবর্তন। এটা বরং নীরব বিপ্লব। প্রাকৃতিক ব্যাকরণেই এগিয়ে এসেছেন এ বিবর্তনের নেত্রীরা। কবিগুরুর ভাষায়, "আহা ! এ তো আগমন নয়, এ যে আবির্ভাব!"

গতকাল এক যুগান্তকারী ঘটনা নিঃশব্দে ঘটেছে যার সশব্দ প্রভাব পড়তে পারে সর্বত্র। অ্যামেরিকায় নারী-পুরুষের যৌথ জামাতে নারী-ইমামের আজান, নামাজ ও খোৎবা পড়ানো শুরু হয়েছিল আগেই, কিন্তু অনুরোধ-উপরোধ ধরাধরি-তদ্বির করার পরও কোন মসজিদ এ

জামাতের জায়গা দেয় নি। তাই ক'মাস আগে টরন্টোর এক বাড়ীর উঠোনে মুসলিম ক্যানাডিয়ান কংগ্রেস-এর উদ্যোগেনামাজ পড়িয়েছিলেন রাহিল রেজা। লোক হয়েছিল ১৫-২০ জন মাত্র, কিন্তু শতাব্দীর অন্ধকারের বিরুদ্ধে ওটাই ছিল ম্যাচের কাঠি। এবার মুসলিম-ইতিহাসে এই প্রথম কোন প্রতিষ্ঠিত মসজিদে এ ধরণের নামাজ হল - লোক হল একশ' ষাটের মত। টরন্টো ইউনাইটেড মসজিদে এর আগেও নারীরা খোৎবা পড়িয়েছে, এবারে মুসলিম ক্যানাডিয়ান কংগ্রেস-এর সহযোগিতায় এ নামাজ পড়ালেন অ্যামেরিকার প্রগ্রেসিভ মুসলিম ইউনিয়ন-এর সহ-সভানেত্রী পামেলা টেইলর।

http://www.cbc.ca/story/canada/national/2005/07/01/muslim050701.html

অতঃপরম্? এ নামাজের ধুরন্ধর প্রতিপক্ষ কলির চাণক্য বিশ্ব-জামাতি কিভাবে এর প্রতিক্রিয়া করেছে? যেভাবে করার সেভাবেই করেছে। মানুষ তো অভ্যাসের দাস, তাই তারা বাংলাদেশ-পাকিস্তান সহ যেখানে সুবিধে সেখানে হুমকি-হুংকার দিয়েছে এ নামাজকে স্রেফ অনৈসলামিক বলে যেন তারা ইসলামের মালিক আর কি (**These people will burn in hell - Mubin Shaikh -Globe And Mail 2 July 2005**)। ইসলাম রসাতলে গেল-গেল রবে বাজিয়েছে সেই আদ্যিকালের পুরোন ভাঙ্গা রেকর্ড, এ নামাজ হল ইসলামের বিরুদ্ধে ঈহুদী-খ্রীষ্টানের ষড়যন্ত্র। যেখানে কিঞ্চিৎ অসুবিধে সেখানে বলেছে - ফুঃ ! ওরা আবার কে? বাদ দাও, বাদ দাও, ওট তো হল গিয়ে টিভি-রেডিয়োর সার্কাস! (**Mohamed Elmasry, national president of the Canadian Islamic Council**). কেউ আবার বলেছেন পামেলা'র আরবী উচ্চারণটা সঠিক হয়নি। অর্থাৎ সতিনের ছেলে পড়লেও পাশ করবে না, পাশ করলেও চাকরি পাবে না, পেলেও বেতন হবে খুবই কম। বাপু হে, অ্যামেরিকান মেয়ে আরবীতে কোরান পড়ছে এই না কত! অনারব মুসলিম-বিশ্বে কত মওলানা "সঠিক" উচ্চারণে কোরান পড়ছে তা আমরা ভাল করেই জানি। ওদিকে অ্যামেরিকার প্রবল পরাক্রান্ত মুসলিম-সংগঠন কেয়ার (**CAIR - Council of American Muslims**) তড়িৎগতিতে বের করেছে পুস্তিকা - **"Women Friendly Mosques and Community Centers: Working Together to Reclaim Our Heritage"**।

হেরিটেজ অর্থাৎ ঐতিহ্যের এই মহান উপলব্ধিটা এতদিন নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিল, এখন দ্রোহিনীদের সাংস্কৃতিক রণমুর্তির বিস্ফোরণে হুড়মুড় করে জেগে উঠেছে। এ কেতাবে অনেক মিষ্টি কথাই লেখা থাকবে কিন্তু থাকবে না এই চরম সত্যটা - "আমরা দ্রোহিনীদের রামধাক্কা খাইয়া তড়িঘড়ি করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিতেছি..............."। এতদিন ধরে পুরুষেরা যখন মসজিদের সুসজ্জিত ফটক দিয়ে ঢুকেছেন তখন চোখের সামনে নিজেদেরই মা-বোনদের অনেক মসজিদের পেছনের খিড়কি দরজা দিয়ে ঢোকানো হয়েছে। পুরুষেরা যখন আলো-ঝলমল বিশাল হলঘরের সুগন্ধীতে মনের সুখে বিচরণ ও ইবাদত করেছেন তখন চোখের সামনে নিজেদেরই মা-বোনদের বাচ্চা সমেত অপমানের সাথে ছোট্ট, নোংরা, বাতাসহীন ঘরে ঢোকানো হয়েছে - **"There are confirmed reports that many mosques relegate women to small, dingy, secluded, airless and segregated quarters with their children......"**- তাদেরই পুস্তিকা।

একথা মানতেই হবে যে উদ্দেশ্যটা খুবই ভাল, প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু ঐতিহ্য জিনিসটাও কোন জগদ্দল পাথর নয়, ওটার বিবর্তনই মানবজাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস। কিন্তু স্বর্ণকার

নাকি মায়ের গয়নাতেও খাদ মেশায়, তাই এ পুস্তিকায় কিঞ্চিৎ খাদ আছে। প্রথমতঃ, এতে আছে শুধু মসজিদের কমিটিতে নারীদের নেয়ার উপদেশ, কারণ এক-তৃতিয়াংশ মসজিদের মুখমিষ্টি খোৎবায় নারী-মহিমার বন্যা বয়ে গেলেও কাজে-কর্মে নারী হল অচ্ছুৎ ....“**a third of mosques do not permit women on governing boards"-** তাদেরই পুস্তিকা। দ্বিতিয়তঃ, নারী-ইমামেরা পুরুষ-নারীর যৌথ জামাত পড়ানোর আগে এ পুস্তিকা বের করা হয়নি, হয়েছে ঠিক পরে পরেই। অর্থাৎ কিনা ঠ্যালার নাম বাবাজি, লাঠৌষধির প্রহারেণ ধনঞ্জয় ছাড়া কাজ হবে না। আমরা ওটাই প্রয়োগ করছি কারণ ওই একমাত্র ভাষা যা জামাত বোঝে ও ব্যবহার করে। তফাৎ শুধু হল এই যে আমরা করি ভাবার্থে আর ওরা করে আক্ষরিক অর্থে কারণ ভাবের ওদের বড়ই অভাব। খোৎবায় পামেলা যথার্থই বলেছেন, “নারীদের ইমামতি করতেই হবে এমন নয়। কিন্তু নিজেদের যথাযোগ্য স্থান মুসলিম নারীদের করে নিতেই হবে”। এ অধিকার জামাতের হাতে ছিল চোদ্দ’শ বছর, তার সর্বগ্রাসী কুফল আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। তাই মুসলিম নারীদের নিজেদেরই ঠিক করতে হবে ইসলামে ও সমাজে তাঁদের দায়িত্ব ও অধিকার। পাশে আছি সদস্য হিসেবে মুসলিম ক্যানাডয়ান কংগ্রেস, প্রগ্রেসিভ মুসলিম ইউনিয়ন আর ফ্রিমুসলিম-এর আমরাও, কোরাণের জামাতি পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যার বিষ উপড়ে ফেলার জন্য।

সামাজিক বিবর্তন এভাবেই ঘটে। ঠিক যেন “ফুল যে আসে দিনে দিনে, বিনা রেখার পথটি চিনে”। জামাতের সাধ্য নেই ফুল ফোটানো ঠেকায়। আমার মতে নামাজের যৌথ-জামাতে নারী-ইমামতি পাঁচ-দশ বছর পর থাকবে না, - থাকার দরকারও নেই। তাঁরা ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যান নি, গেছেন ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। এ ফ্রন্টে তাঁদের দার্শনিক বিজয় হয়েই গেছে, বিভিন্ন জায়গায় এ নামাজ হচ্ছে যা জামাতিরা ঠেকাতে পারছে না। পরে পরবর্তি পর্যায়গুলোতে নুতন নুতন ফ্রন্টে লড়বেন দ্রোহিনীরা যতদিন নরনারীর সম্পুর্ণ ন্যায় প্রতিষ্ঠিত না হয়।

বাংলাদেশের দ্রোহিনীরা কোথায়?

২ জুলাই, ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)